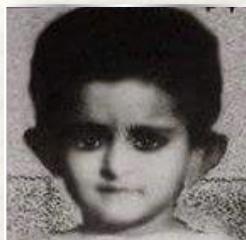


মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন

শেখ হাসিনার সংগ্রামী জীবন



১৯৪৭

২৮ সেপ্টেম্বর: গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন
বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। স্বাধীন বাংলাদেশের স্বত্ত্বাত
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বেগম
ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের বড় সন্তান তিনি।

১৯৫৪

শেখ হাসিনা পরিবারের সঙ্গে ঢাকায় প্রথম মোগলটুলির
রাজনীবোস লেনের বাড়িতে বসবাস শুরু করেন। পরে
মিন্টো রোডের সরকারি বাসভবনে বসবাস শুরু করেন।

১৯৫৬

শেখ হাসিনা টিকাটুলির নারীশিক্ষা মন্দির বালিকা বিদ্যালয়ে
প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করেন।

১৯৬১

১ অক্টোবর: শেখ হাসিনা পরিবারসহ ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের
বাড়িতে বসবাস শুরু করেন।

১৯৬২

স্কুলের ছাত্রী হয়েও আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে সক্রিয়
অংশগ্রহণসহ আজিমপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে তার
নেতৃত্বে মিছিল বের করেছিলেন শেখ হাসিনা।

১৯৬৫

আজিমপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে শেখ হাসিনা
ম্যাট্রিক পাস করেন।

১৯৬৬

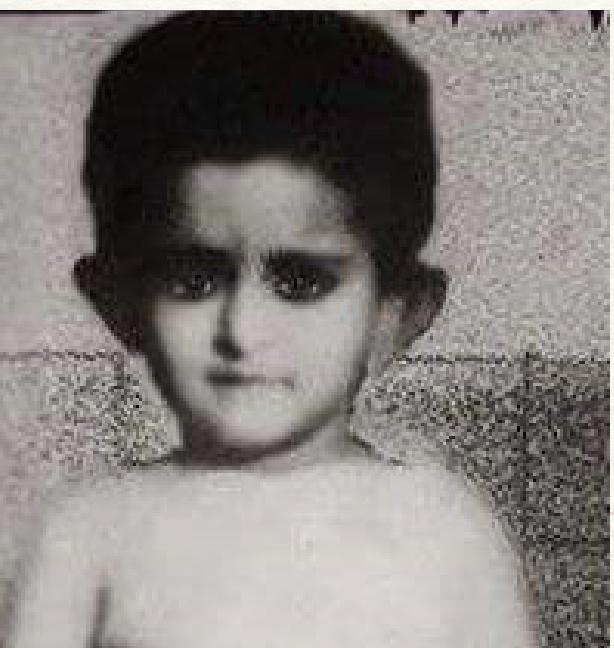
ছাত্রজীবন থেকেই রাজনীতি করা শেখ হাসিনা ইডেন
কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ভিপি নির্বাচিত হন।

১৯৬৭

বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকা অবস্থায় একই বছর ১৭ নভেম্বর
পরমাণু বিজ্ঞানী ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়ার সঙ্গে বঙ্গবন্ধু
কন্যা শেখ হাসিনার বিয়ে হয়।

১৯৭১

১৭ ডিসেম্বর: ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় ৭-৮ মাস শেখ
হাসিনা পরিবারের সকল সদস্যদের সাথে একই বাড়িতে
বন্দী থাকার পর এই দিন তিনি মুক্ত হন।





১৯৭৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা বিভাগে স্নাতক ডিপ্রি পাস করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সদস্য ও রোকেয়া হল শাখার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৭৫

পৃথিবীর অন্যতম ভয়াবহ ঘটনা ঘটে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট। এই রাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে সম্পরিবারে হত্যা করা হয়। তখন বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা দেশে না থাকায় তারা প্রাণে বেঁচে যান।

১৯৮১

আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের সর্বসম্মতিক্রমে শেখ হাসিনাকে তার অনুপস্থিতিতে দলের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়।

১৯৮১

১৭ মে: দীর্ঘ ছয় বছর পর দেশ ও দলের এ দুঃসময়ে সামরিক শাসকদের রাজ্ঞিক্ষু ও নিমেধুজ্ঞ উপেক্ষা করে ১৯৮১ সালের ১৭ মে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন শেখ হাসিনা।

১৯৮২

জেনারেল এরশাদের ক্ষমতায় আরোহনকে অবৈধ ঘোষণা করে এরশাদ-বিরোধী দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলেন শেখ হাসিনা।

১৯৮৩

১৫ ফেব্রুয়ারি: দেশজুড়ে সামরিক শাসক এরশাদ-বিরোধী দুর্বার আন্দোলন গড়ে উঠায় ১৯৮৩ সালে শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগের ৩১ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়।

১৯৮৮

২৪ জানুয়ারি: চট্টগ্রামে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত মিছিলে তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে পুলিশ ও বিডিআর এলোপাতাড়ি নির্বিচারে গুলির্বর্ণ করে। এ ঘটনায় অন্নের জন্য শেখ হাসিনার জীবন রক্ষা হলেও নিহত হন ৯ সাধারণ নেতা-কর্মী-সমর্থক।

১৯৯০

শেখ হাসিনা নবহইয়ের ঐতিহাসিক গণআন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদান করেন এবং এই আন্দোলনের মুখ্য ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর এরশাদ সরকার পদত্যাগে বাধ্য হয়।

১৯৯৪

২৩ সেপ্টেম্বর: শেখ হাসিনার ট্রেন অভিযানায় ঈশ্বরদী ও নাটোরে ব্যাপক সন্ত্রাস, গুলি, বোমা হামলা ও তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া হয়। এ ঘটনায় ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশসহ আহত হন শতাধিক।

১৯৯৬

২৩ জুন: ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার ২১ বছর পর আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা প্রথমবার দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন।

১৯৯৬

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বাংলাদেশের একমাত্র আন্তর্জাতিক গঙ্গা পানিবন্টন চুক্তি সম্পত্তি করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

১৯৯৭

২ ডিসেম্বর: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকার এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সঙ্গে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বন্ধ এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্বাক্ষরিত একটি আনুষ্ঠানিক চুক্তি।

১৯৯৯

৭ নভেম্বর: শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় ৭ নভেম্বর ১৯৯৯ সালে বাঙালির অমর ২১ ফেরুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল ইউনেস্কো।

২০০৮

২১ আগস্ট: রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে এক জনসভায় বক্তব্য দেয়ার সময় গ্রেনেড হামলায় অন্তর্ভুক্ত জন্য থাণে বেঁচে যান শেখ হাসিনা। এই হামলায় আওয়ামী লীগ নেতৃ আইভি রহমানসহ ২৪ জন নেতৃকর্মী নিহত হন, আহত হয় তিনি শতাধিক।

২০০৭

১৬ জুলাই: ২০০৬ সালে পট পরিবর্তনের পর শেখ হাসিনাকে গ্রেণ্টার করা হয়। দীর্ঘ ১১ মাস পর ২০০৮ সালের ১১ জুনে তিনি কারাগার থেকে মুক্তি পান।

২০০৯

৬ জানুয়ারি: ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট নিরবন্ধু সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলে শেখ হাসিনা ২০০৯ সালে দ্বিতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।



২০১০

নিউ ইয়র্ক টাইমস সাময়িকীর অনলাইন জরীপে তিনি বিশ্বের সেরা দশ ক্ষমতাধর নারীদের মধ্যে থষ্ট নির্বাচিত হন।

২০১৪

১২ জানুয়ারি: দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজ্ঞাট সরকার বিজয়ী হলে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তত্ত্বাধার শপথ গ্রহণ করেন শেখ হাসিনা।

২০১৯

৭ জানুয়ারি: গত ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয়ের পর চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ কন্যা ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা।

২০২০

সারা বিশ্বসহ বাংলাদেশে যখন করোনাসংকটে নানা অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে তখন তা মোকাবিলায় দ্রুত নানা পদক্ষেপ নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অর্থনীতিকে চাঙা রাখতে ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ৬৪১ কোটি টাকার ২৯টি প্রগোদ্ধনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন। সেই সাথে নিম্ন আয়ের মানুষদের জন্য সারাদেশে ব্যপকভাবে ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন।

২০২১

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর নেতৃত্বগ্রন্থে বাংলাদেশের মানুষের জন্য দ্রুতম সময়ে ভ্যাকসিনের ব্যবস্থা করেছেন।

প্রতিশৃঙ্খতি অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জাতিসংঘের কাছ থেকে বাংলাদেশ স্বল্পান্ত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের চূড়ান্ত অনুমোদন পেয়েছে।

২০২২

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নানা প্রতিকূলতা, ঘড়্যবন্ধ মোকাবিলা করে বাংলাদেশের মানুষকে উপহার দিয়েছে বহুল কার্ডিফ্রত পদ্মা সেতু। ২৫ জুন পদ্মা সেতু উদ্বোধনের মাধ্যমে যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। ঢাকার সঙ্গে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১টি জেলার সড়কপথে সংযোগ তৈরি হয়েছে।





মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশৱত্ত
**শেখ হাসিনার
সংগ্রামী জীবন**